রেডিও মেঘনার নিয়মিত আয়োজন **পাঠশালা'র** জন্য আমরা গিয়েছিলাম চরফ্যাশন উপজেলার চর ছকিনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বই খাতা নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলছে একটি একতলা ভবন এর দিকে। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো কোন বাড়ি। তাকিয়ে অবাক হলাম

সামনে একটি সাইন বোর্ড লাগানো, আর তাতে বিদ্যালয়ের নাম লেখা। বিদ্যালয়ের সামনে নেই কোন মাঠ অথবা পানির কল। আমরা বিদ্যালয়টির ভিতরে গেলাম।

বিদ্যালয়ের ভিতরে গিয়ে চারপাশটা ভালো করে দেখলাম। বিদ্যালয়টির শ্রেণী কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে প্রধান শিক্ষকের দেখা পেলাম। তিনি তখন ক্লাস নিচ্ছিলেন। তার কাছে এগিয়ে গেলাম।

প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পারি- বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে এবং জাতীয়করণ করা হয় ২০১৩ সালে। বিদ্যালয়টির বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৭২ জন। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদালয়টিতে শিক্ষা দান করা হয়। বিদ্যালয়টির শ্রেণী কক্ষ হলো মাত্র তিনটি। চর্তুথ এবং পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস করানো হয় লাইব্রেরীতে। শিক্ষক আছেন মাত্র ৪ জন।

এই বিদ্যালয়টির বিশেষত্ব হলো শিক্ষকগণ (প্রধান শিক্ষক বাদে) সবাই নারী। তাঁরা তাঁদের জ্ঞানকে ছোট ছোট শিশুদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।এ বিদ্যালয়টির ছোট ছোট শিশুরা পড়াশোনায় ভালো ফলাফলের পাশাপাশি গান,কবিতাতেও পারদর্শী।

প্রধান শিক্ষক এর কাছ থেকে আরো জানতে পারি- শিক্ষার্থীদের আশেপাশের বাড়িতে পানি খেতে হয়, এমনকি টয়লেটেও যেতে হয়। তবে এখন তাদের জন্য একটা পানির কল দেওয়া হবে শীঘ্রই কিন্তু স্যানিটারি ল্যাট্রিন কবে দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি তিনি।

মূলত: এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা একটি বিদ্যালয়ে পরিচিতি তুলে ধরার পাশাপশি সেই বিদ্যালয়ের ভালো-মন্দ দিক এবং সুবিধা-অসুবিধাসমূহ তুলে ধরি। এরফলে স্থানীয় লোকজন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হয়।

অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় ২৩ জানুয়ারি সকাল ৯.৩০ টায়- শুধুমাত্র রেডিও মেঘনা ৯৯.০ এফ.এম এ ।

ভূমিহীন ব্যক্তিদের কথা রেডিও মেঘনার সাপ্তাহিক আয়োজন । এই অনুষ্ঠানটি তৈরি করার উদ্দেশ্যে আমরা গিয়েছিলাম চরফ্যাশন উপজেলার করিম পাড়ায়। সেখানে গিয়ে হঠাৎ করে নজর পড়ল, কয়েকজন মানুষের দিকে, যারা পাশের এক বাড়ি থেকে পানি সংগ্রহ করতে গেছেন। আর প্রতিবেশি তাদের নানা কটু কথা শোনাচ্ছেন। তাদের একজনের সাথে কথা বলার জন্য এক মহিলার পিছু নিলাম।

অত:পর মহিলাটির নাগাল পেয়ে কাছে গিয়ে আমাদের পরিচয় দিলাম। জানতে পারলাম তার

আমাদের সম্পর্কে

আমাদের লক্ষ্য (Vision)

আমরা চাই সমতা ও ন্যায্যতার পৃথিবী যেখানে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের চর্চাই হবে সমাজ সংস্কৃতি।

আমাদের উদ্দেশ্য (Mission)

অংশগ্রহণমূলক রেডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপকূলীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামগ্রিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বাড়ানো এবং মানবাধিকার সচেতন সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

আমাদের অনুষ্ঠানসমূহ

- মা আমার মা
- সফল নারী
- ভূমিহীনদের কথা
- কিশোর-কিশোরী
- কৃষি ও কৃষক
- পাঠশালা
- আমাদের ক্যাম্পাস
- জেলেজীবন
- আজকের শিশু
- প্রতিবন্ধীদের কথা
- প্রতিদিনের খবর

নাম রাজিয়া বেগম। সরকারি খাস জমিতে তাদের বসবাস জন্মের পর থেকে। তার কাছে জানতে চাইলাম, পাশের বাড়ি পানি আনার সময় কেন তারা কটুক্তি করছিল। উত্তরে জানালেন, এটাতো প্রতিদিনই করে আর আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। সরকারি খাস জমিতে থাকি বলে শুধু তারা নয় সবাই আমাদের ছোট করে কথা বলে, রাস্তা দিয়ে চলতে ফিরতে গেলে বাধা দেয় ইত্যাদি। তারা আরো জানায়, একটি নলকুপ তাদেও অনেক সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারে। কিন্তু এমন কেউ নেই যে সাহায্য করবে।

আরো কথা হয় আব্দুল আলী নামের এক ব্যক্তির সাথে। তিনি হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল লালন পালন করেন। কিন্তু পাশের বাড়ির লোকজন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি এই কাজ বন্ধ করে দেন। গরু-ছাগল লালন-পালন করতে পারলে তিনি হয়তো ভালোভাবে দিন কাটাতে পারতেন। যদিও তারা ভূমিহীন কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কোন সরকারি সাহায্য-অনুদান ইত্যাদি পাননি।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মূলত আমরা ভূমিহীন মানুষের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরি। কখনও কখনও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার এর কাছে তাদের আবেদন এবং দুর্দশার কথা পৌঁছে দেই। পরবর্তীতে যাতে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমিহীন ব্যক্তিদের কথা অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় ২২ জানুয়ারি বিকাল ৫.২০ টায়- শুধুমাত্র রেডিও মেঘনা ৯৯.০ এফএম এ ।

রেডিও মেঘনার নতুন সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান **"মা আমার মা"**। অনুষ্ঠানটি নিয়মিত প্রচারিত হয় প্রতি বুধবার বিকাল ৫.২৫টায় । এই পর্বে আমরা তুলে ধরেছি, চরফ্যাশন উপজেলার মডার্নপাড়ার একজন মায়ের কথা। আমরা সেখানে গিয়ে দেখতে পাই এক মা তার ছেলেকে পাশে বসিয়ে খাইয়ে দিচ্ছেন।

তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলাম। তিনি আমাদের জানালেন, তার সন্তান ১৪ বছর বয়স থেকে হাঁটতে পারে না। এখন তার বয়স ৩০। একা একা সে কিছুই করতে পাওে না। নাওয়া-খাওয়া-গোসল থেকে শুরু করে কোন কিছু সে করতে পারে না।

এই মমতাময়ী মায়ের নাম সীতা রানী। বয়স ৫৫বছর। দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে মায়ের কাছে থাকে। ছোট ছেলে ঢাকায় ছোট খাটো কাজ করে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।পড়াশুনা করাতে পারেনি সার্মথ্য ছিল না তাই।

বড় ছেলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। ১৪ বছর বয়সে হঠাৎ এক জ্বরে বড় ছেলে হাটা - কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। সামর্থ অনুযায়ি ডাক্তার দেখিয়েছিলেন কিন্তু কোন ফল পাননি। আজ প্রায় ১৬ বছর হলো, মা তার ছেলের খাওয়া থেকে শুরু করে গোসল করা,বাথরুমে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সব কিছু করছেন একাই। তিনি ছেলের সব ভাষা বুঝতে পারেন- কখন কি চায় সে।

তিনি আরো জানান, এখনও পর্যন্ত কোন সরকারি -বেসরকারি কোন ধরনের সাহায্য পাননি তিনি। আর কোন সাহায্য পাওয়ার আশাও তিনি করেন না। এখন মা সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন ভাগ্যর ওপর। তারপরও আশা ছাড়েননি তিনি। এখনো স্বপ্ন দেখেন তার বড় ছেলে একদিন সুস্থ হয়ে উঠবে এবং তাকে আবারও মা বলে ডাকবে।

এই অনুষ্ঠানটি শুরু করার উদ্দেশ্য হলো একজন সংগ্রামী এবং মমতাময়ী মায়ের নানা দিক তুলে ধরা। পাশাপাশি মায়ের প্রতি সন্তানরা যেন শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁর প্রতি দায়িত্ব - কর্তব্য পালন করে তা সন্তানদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা।

এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছে ২৫ জানুয়ারি- শুধু মাত্র রেডিও মেঘনা ৯৯.০ এফ এম এ।

আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন **কৃষি ও কৃষক**। এ অনুষ্ঠানটি আপনারা শুনতে পান প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩৫ মিনিটে । এই পর্বে আমরা কথা বলি কৃষক রুহুল আমিনের সাথে। তিনি আমাদের জানান, ফসল ভালো হলেও এবার বর্ষার পানিতে ফসল বেশির ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ঢেঁড়শ চাষ শুরু করবেন। তিনি চরফ্যাশনে কৃষির ওপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষক আবু ছাত্তার আধুনিক চাষাবাদ সর্ম্পকে কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছেন। সে প্রশিক্ষণ অনুসরণ করে তিনি এখন চাষ করছেন ।

পরবর্তীতে আমরা সেখানকার কমিশনার সাহাবুদ্দিন এর কাছে যাই। তখন তিনি বলেন, তার সেখানে কৃষক অনেক বেশি। কৃষি মন্ত্রলায় থেকে যা পাওয়া যায় তা তুলনামুলক খুব কম। এওয়াজপুরের কৃষকরা অনেক কষ্ট করে ধান চাষ করেন। তিনি আরো জানান, এবার তিনি কৃষি মন্ত্রলায়ে আবেদন করবেন যাতে এওয়াজপুরের সকল কৃষক যেন কৃষি সংক্রান্ত সকল সুযোগ সুবিধা পান।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে কৃষি সংক্রান্ত নানা তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি কৃষি বিষয়ক কর্মকর্তা অথবা চেয়ারম্যান/ মেম্বার/ কমিশনারের কাছে তাদের সমস্যাবলী তুলে ধরি। যাতে কৃষকরা তাদের চাহিদা মতো সুযোগ-সুবিধা এবং তথ্যবমূহ পেতে পারেন।